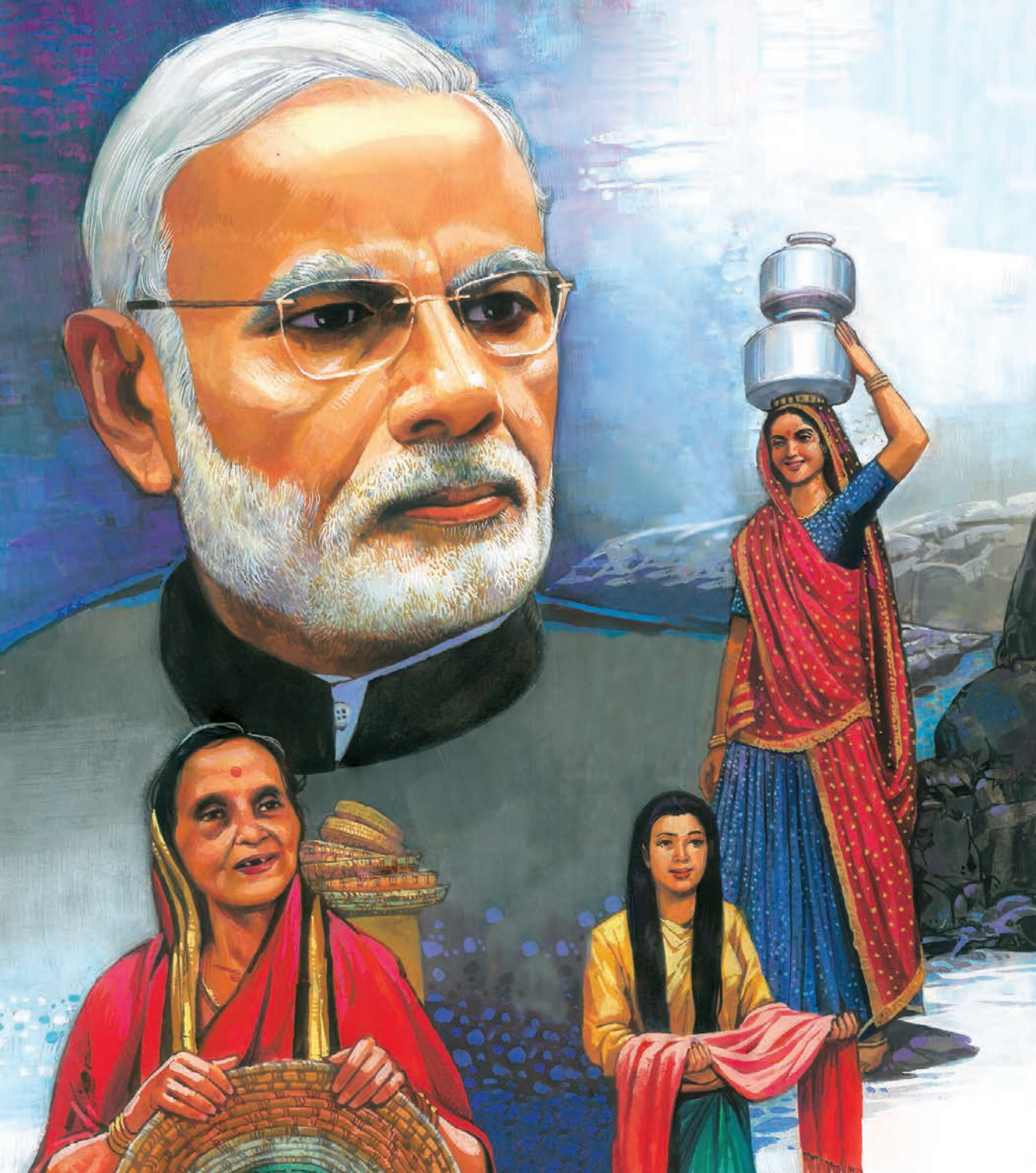




मन की बात

अध्याय-6



MANN KI BAAT

VOL.6

Authors

Sarda Mohan and Tanushree Banerji

Illustrations and Cover Art

Dilip Kadam

Assistant Artist

Ravindra Mokate

Production

Amar Chitra Katha

Published by

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

BENGALI

ISBN – 978-81-966921-3-1

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, September 2023

© Ministry of Culture, Govt of India, September 2023

All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**,
a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops.
Find out more at www.acklearn.com or write to us at acklearn@ack-media.com.

যখন কেউ সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সে কী করে? তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমস্যাটিকে উপেক্ষা করে, কেউ এটি নিয়ে চিন্তিত হয় কিন্তু কিছুই করে না এবং কেউ আবার সমাধান খোঁজে।

ববিতা রাজপুত সমাধান খুঁজলেন।

যখন তার গ্রামের লোক শুকিয়ে যায় এবং লোকজনকে জল আনতে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়, তখন ববিতা জল এনে আবার লোকটি ভরাট করার সিদ্ধান্ত নেন। না, বালতি বা লম্বা পাইপ দিয়ে নয়, একটি উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি পথ কেটে অন্য পাহাড়ের একটি খাল থেকে জলকে হ্রদে আনতে চাইলেন।

এই বিশাল কাজের জন্য তিনি ২০০ জন মহিলার সাহায্য পেয়েছিলেন। তারা নিজেদের 'জল সহেলি' বা জলের বন্ধু বলে ডাকত। তারা একসাথে ১৮ মাসে একটি পথ খনন করেছিল এবং শুধুমাত্র লোকই নয়, বোরওয়েলও ভরাট করতে সফল হয়েছিল।

কোনো সমস্যাকে উপেক্ষা করলে তা দূর হয় না। সেটা থেকে যায় এবং বড় থেকে আরও বড় আকার ধারণ করে।

এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করেও লাভ হয় না। দুশ্চিন্তা হল রকিং চেয়ারে বসে প্রবলভাবে দোলা খাওয়ার মতো। না অগ্রসর হবেন, না আবার পিছনেও যাবেন। আপনি একই জায়গায় থেকে যাবেন।

সমস্যার সবসময় সমাধান আছে। আপনাকে কেবল সমাধানটি সন্ধান করতে হবে এবং আপনি সেটি ঠিক খুঁজে পাবেন।

আজ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন যে যখনই আপনার জীবনে কোনও সমস্যা আসবে, আপনি সমস্যাটি কে আপনার উপর কর্তৃত্ব করতে দেবেন না। আপনি সেটি কাটিয়ে উঠবেন।





ସୂଚୀପତ୍ର

1	ଇସମାଏଲଭାଈ ଶେରୁ	3
2	ଟଂଗବ୍ରାମ ବିଜିୟାଶାନ୍ତି	6
3	କଲ୍ଲନା	9
4	ଇ-ପରିସାରା	12
5	ବବିତା ରାଜପୁତ	15
6	ଶର୍ମିଳା ଓସଂଘାଲ	18
7	ବିଜୟ କୁମାର କାବି	21
8	ଶିଲୁ ନାୟକ	24
9	ସେଣ୍ଟ ଟେରେସା କଲେଜ	27
10	କମଳା ମୋହରାନା	30

ইসমাইলভাই শেরু

এটা ছিল নায়ার স্যারের ক্লাস এবং ছাত্ররা মন কি বাত-এর অন্য একটি গল্পের জন্য অপেক্ষা করছিল।

অতিবৃষ্টিতে কৃষকদের ক্ষতির কথা পড়েছ তোমরা?

হ্যাঁ, আমার বাবা আমাকে বলছিলেন যে খারাপ আবহাওয়া কীভাবে পুরো ফসল নষ্ট করে দেয়।

তোমার বাবা ঠিক বলেছেন পূজা। কৃষিকাজ একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে পারে...

...কিন্তু আজকের গল্প এমন একজন কৃষককে নিয়ে যিনি প্রমাণ করেছেন যে উদ্ভাবনের মাধ্যমে চাষ করাও খুব লাভজনক হতে পারে। এই ব্যক্তি হলেন গুজরাটের রামপুরা গ্রামের কৃষক ইসমাইলভাই শেরু।

এক কৃষক পরিবারে ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেন।

নিশ্চিত
করো, সার
যেন সমানভাবে
ছড়ানো হয়।

বড় হয়ে
আমিও বাবার
মতো কৃষক
হব।

সমস্যাও ছিল।

এ বছরও বৃষ্টি হলনা। শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের পর আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

গত দুই বছর ধরে এই অবস্থা। আমরা কিভাবে এই ক্ষতি সামলাবো?

বড় হওয়ার সাথে সাথে ইসমাইলের কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে।

বাবা, খামারের কাজে সাহায্য করার জন্য এখন আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি।

মাঠে লোকসান ছাড়া কিছুই নেই, সোনা। তুমি কি জানো না আমার কত খণ আছে? শহরে গিয়ে তোমাকে একটা ভালো চাকরি খুঁজতে হবে।

সবাই ইসমাইলের স্বপ্নকে নিরুৎসাহিত করতে থাকে...

তোমাকে বাবা-মায়ের কথা শুনতে হবে। চাষ করতে যেও না।

...কিন্তু সে শোনেনি।

সবাই যদি এভাবে চিন্তা করে তাহলে তো দেশে কোনো কৃষকই থাকবে না! আমি বিশ্বকে প্রমাণ করব যে কৃষি এখনও একটি লাভজনক উদ্যোগ।

ইসমাইল তার ক্ষেতে নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে আলু চাষ করতে শুরু করেন।

আমি স্প্রিংকলার ইরিগেশন থেকে ড্রিপ ইরিগেশনে চলে এসেছি যাতে জলের অপচয় না হয় এবং সারের সঠিক ব্যবহার হয়।

এটি একটি দুর্দান্ত ভাবনা, ইসমাইল!

তার উদ্ভাবন সফল হয়েছিল এবং শীঘ্রই তিনি তার উচ্চ মানের আলুর জন্য পরিচিত হয়ে ওঠেন।



এ বছর ফলন
খুব ভালো হয়েছে।
কম খরচে ও অপচয়ে
ভালো লাভ করতে
পেরেছি।

যখন তার পণ্য বিক্রি করার সময় এলো-



ইসমাইল
সাহেব, আপনার সাথে
ব্যবসা করতে পেরে
আনন্দিত হয়েছি। আমি
খুশি যে আপনি সরাসরি
আমাদের কোম্পানির
সাথে যোগাযোগ
করেছেন।

আসলে, আমি
বুঝতে পেরেছি যে
মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে
কৃষকরা অনেক টাকা
হারায়।

তারপর থেকে, ইসমাইল তার উচ্চমানের
ফসল কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই বড়
বড় কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে থাকে।



বাবা, এ বছরের
লাভ দিয়ে তোমার
পুরোনো ঋণও শোধ
করেছি। এখন তোমাকে
কিছু নিয়ে চিন্তা করতে
হবে না।

আমি তোমার
মতো ছেলেকে নিয়ে
খুব গর্বিত।

এখন, ইসমাইল অন্যান্য কৃষকদের
নতুন উদ্ভাবন বাস্তবায়নে এবং
তাদের খামারকে আরও লাভজনক
করতে সহায়তা করেন।

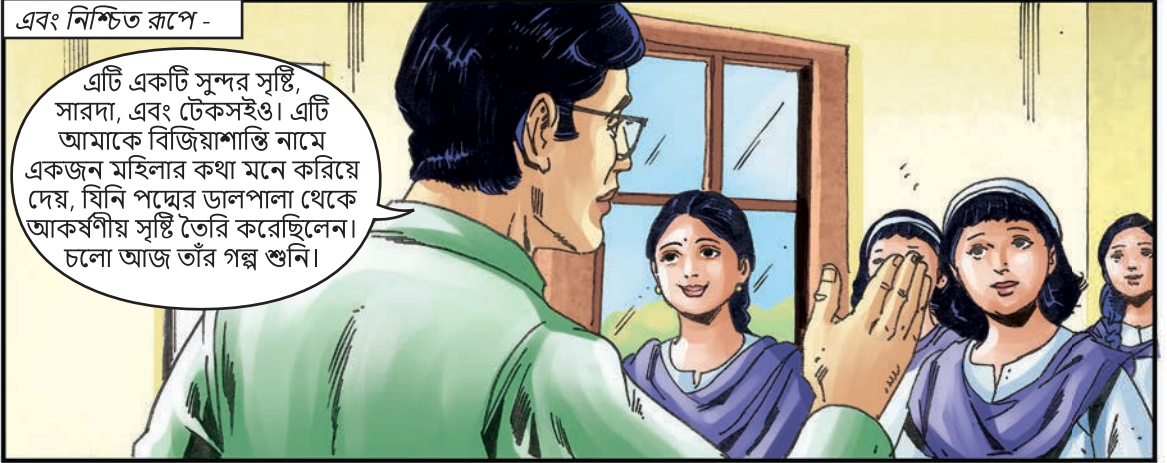


তার রেডিও শোতে, প্রধানমন্ত্রী মোদি ইসমাইলের
প্রচেষ্টা এবং কৃষকদের জীবন পরিবর্তনের জন্য
তার কাজের প্রশংসা করেছেন।

টংব্রাম বিজিয়াশান্তি



এবং নিশ্চিত রূপে -



উদ্ভিদবিদ্যায় ডিগ্রী শেষ করার পর, টংব্রাম বিজিয়াশান্তি পদ্ম ফুলের সাথে জড়িত একটি কৃষি পর্যটন ব্যবসা স্থাপন করেছিলেন।



অনেক গবেষণার পর-



* মণিপুরের বিষ্ণুপুরে, একটি মিষ্টি জলের হ্রদ

বিজিয়াশান্তি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক আয়োজিত একটি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন।

উদ্ভিদের ওষধিগুণ এবং সুগন্ধি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও জানতে আমার কিছু ক্লাসে যোগদান করা উচিত।



নতুন জ্ঞানে সজ্জিত হয়ে, 2018 সালে, বিজিয়াশান্তি সুতা তৈরির জন্য পদ্মের কাণ্ড থেকে ফাইবার বা তন্তু বের করা শুরু করেন।

এসো, আমি শিখিয়ে দিই কিভাবে এটা করতে হয়।



প্রাথমিকভাবে, তিনি দশজন স্থানীয় মহিলার একটি দল নিয়ে শুরু করেছিলেন।

এর পর বিজিয়াশান্তি 'সানজিং সানা থামবল' নামে একটি উদ্যোগ শুরু করেন এবং তার গ্রামের অন্যান্য মহিলাদেরকে এই পদ্ধতি শেখাতে শুরু করেন।



প্রথমত, আমরা পদ্মের কাণ্ড ভেঙ্গে তা থেকে তন্তু বের করি।

তক্তার উপর কাণ্ডগুলি রেখে হাতের তালু ব্যবহার করে, তারপর আমরা তন্তু বা ফাইবার রোল করি।



এটি থেকে আমরা যে সুতা তৈরি করি তা তাঁতে বোনা হয়।



বিজিয়াশান্তি এবং তার দল পদ্মের এই রেশম থেকে নেকটাই, স্কার্ফ, মাফলার এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করে।

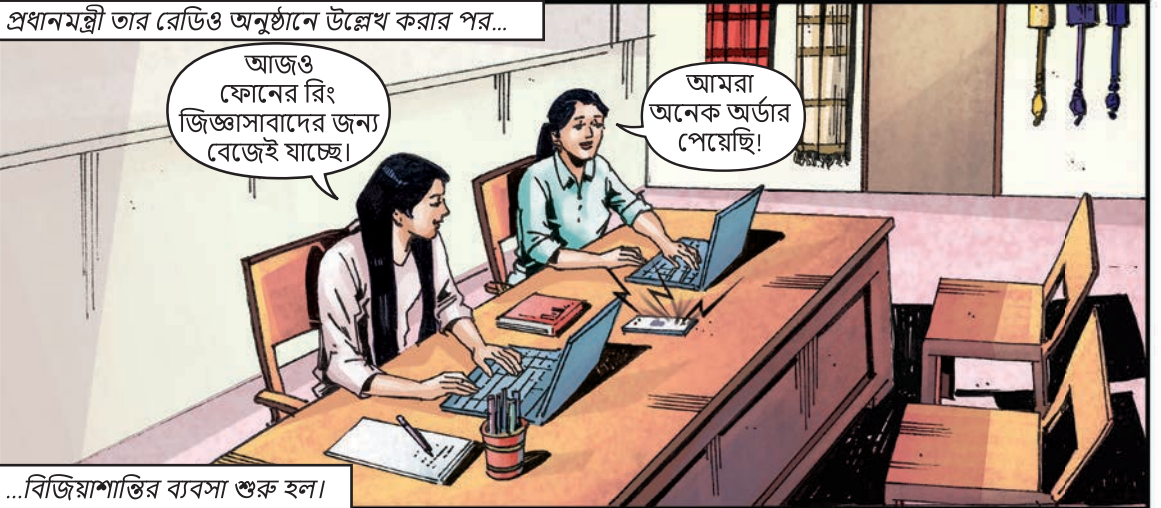
এটা দেখতে অসাধারণ সুন্দর হয়েছে!



প্রধানমন্ত্রী তার রেডিও অনুষ্ঠানে উল্লেখ করার পর...

আজও ফোনের রিং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বেজেই যাচ্ছে।

আমরা অনেক অর্ডার পেয়েছি!



...বিজিয়াশান্তির ব্যবসা শুরু হল।

বিজিয়াশান্তির উদ্যোগকে কৃষি পর্যটন বিভাগের অধীনে স্টার্ট-আপ মণিপুর*-এর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

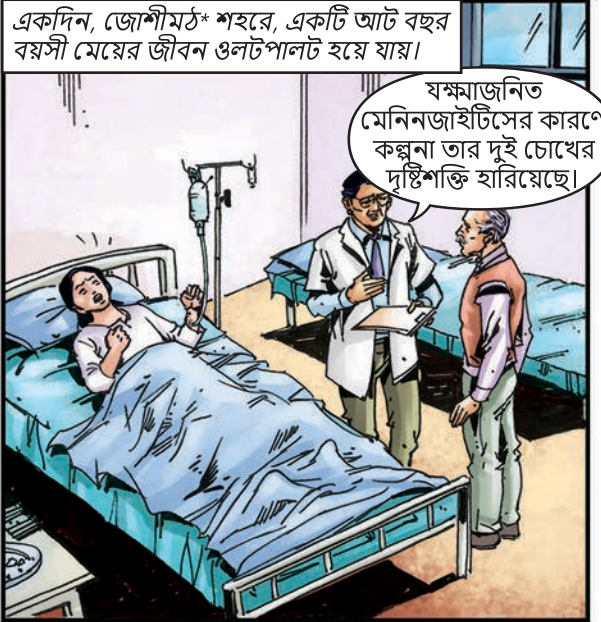


তিনি মহিলাদের নেতৃত্বাধীন ব্যবসার জন্য 'হার অ্যান্ড নাউ' ইনকিউবেশন প্রোগ্রামের অধীনে একজন উদ্যোক্তা হিসাবেও নির্বাচিত হন।

* মণিপুর জুড়ে উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন প্রচারের জন্য একটি সরকারি প্রকল্প।

কল্পনা

মধ্যান্তর চলছিল এবং ছাত্র-ছাত্রীরা কানামাছি খেলছিল।



স্থানীয় স্কুলগুলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শেখানোর জন্য প্রস্তুত ছিল না।



মাত্র চার বছর বয়সে কল্পনা তার মাকে হারান এবং তার ঠাকুরদাদার কাছে লালিত-পালিত হন।

2017 সালে একজন দর্শনার্থী
রূপে উত্তর এলো।

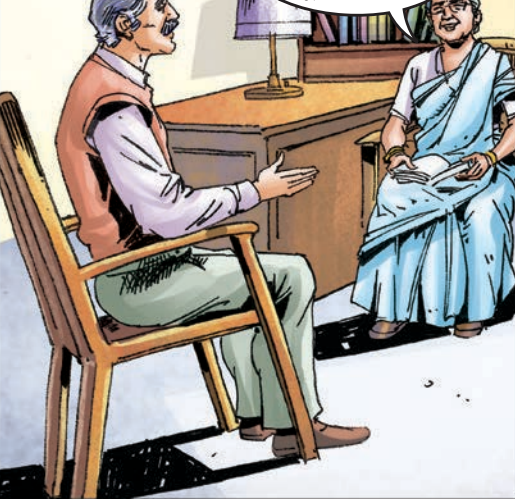


কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর-



আমি আমার
নাতনির জন্য একটি
ভাল স্কুল খুঁজছি।
আপনি কোন পরামর্শ
দিতে পারেন?

আপনি যদি
আমাকে বিশ্বাস করতে
পারেন, তাহলে আমি
তাকে আমার সাথে
কর্ণটিকে নিয়ে যেতে পারি।
আশাকরি সেখানে ওর
জন্য উপযুক্ত কিছু
খুঁজে পাব।



তিনি সেটাই করলেন। অধ্যাপক
তারামুর্তি কল্পনাকে মাইসুরুতে*
প্রতিবন্ধীদের জন্য রাঙ্গা রাও মেমোরিয়াল
রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ভর্তি করেন।



*কর্ণটিক রাজ্যের একটি শহর

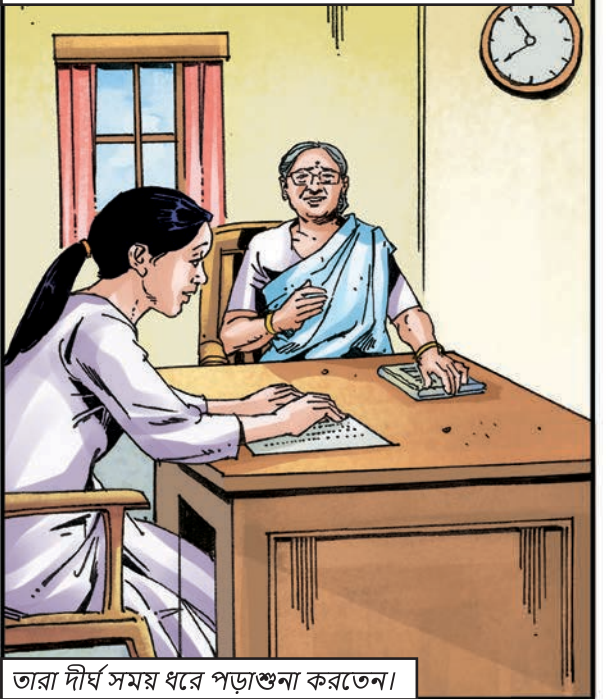
স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম ছিল কন্নড়, যা কল্পনার জন্য নতুন ছিল।



আমি আগে থেকেই হিন্দি এবং গাড়ায়ালা জানি। আরেকটা ভাষা আর এমন কি? আমি এটাও শিখতে পারি।

এবং তিনি তার শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সহায়তায় মাত্র তিন মাসে তা শিখেছিলেন।

যখন কোভিড-১৯ মহামারী আঘাত হানে, তখন প্রফেসর তারামূর্তি কল্পনাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়াতেন।



তারা দীর্ঘ সময় ধরে পড়াশুনা করতেন।

২০২২ সালে, কল্পনা ৬২৫ এর মধ্যে ৫১৪ নম্বর পেয়ে SSLC* পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।



আর কন্নড় ভাষায় ৯২!

খুব ভালো!

কল্পনার এই কীর্তি মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী মোদীর দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছিল।

তার সাফল্যের পরে, কল্পনার স্বপ্নগুলি আরও বড় হয়েছে।



একদিন আমি আইএএস অফিসার হব। যতক্ষণ আমি কঠোর পরিশ্রম করতে থাকব, আমি জানি আমি সফল হব।

*মাধ্যমিক বিদ্যালয় ত্যাগের শংসাপত্র, যা দশম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রাপ্ত হয়

১ ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা

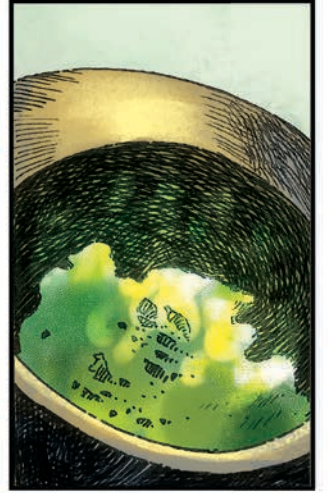
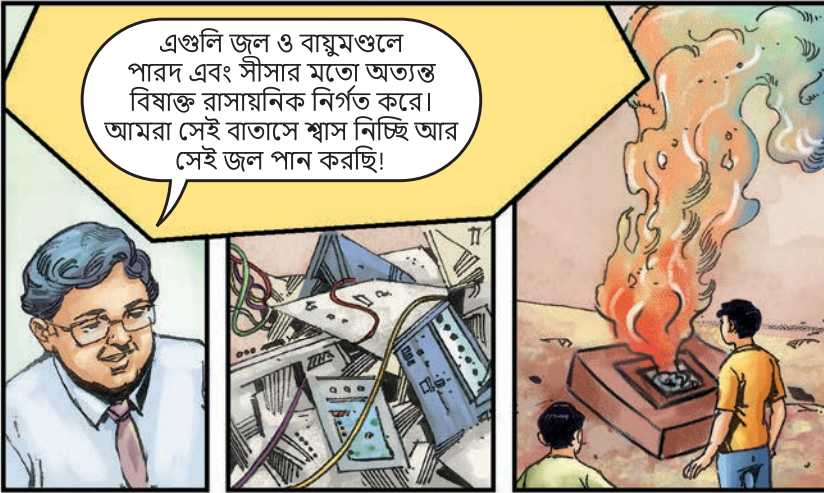
ই-পৰিসাৱা



পি.পাৰ্থসায়থি ইলেক্ট্ৰোপ্লেটিং* শিল্পে একজন ৰাসায়নিক প্ৰকৌশলী ছিলেন। একটা দুশ্চিন্তা তাৰ মনকে গ্ৰাস কৰে নিছিল।



*একটি ধাতুকে অন্য ধাতুৰ সাথে আবৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া



২০০৫ সালে, পার্থসারথি ই-পরিসারা নামে একটি ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং কোম্পানি শুরু করেন।



ই-পরিসর শীঘ্রই এটি করার জন্য সহজ, নিরাপদ এবং পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতি তৈরি করে।



দেখুন স্যার, আমরা লিথিয়াম ব্যাটারি থেকে অ্যালুমিনিয়াম এবং কপার উদ্ধার করেছি।



এমনকি আমরা পুরানো কম্পিউটারের মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড থেকে মূল্যবান ধাতু আলাদা করার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছি।

তাও দূষণ শূন্য ভাবে! আমি তোমার জন্য গর্ববোধ করি।

ই-পরিসরা প্রথম ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অনুমোদন পেয়েছে।



উদ্ধারকৃত ধাতুগুলি গহনা, কলম এবং অন্যান্য জিনিস প্লেট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

খুব সুন্দর!

2010 সালে, সুক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে ই-পরিসরা উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য জাতীয় পুরস্কারে প্রথম পুরস্কার লাভ করে।



এরপর তারা অন্যান্য পুরস্কার ও সম্মান পায়। 2023 সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার মন কি বাত-এ তাঁর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।



আমরা ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করার আরও ভাল উপায় খুঁজে বের করতে থাকব। আপনি শুধুমাত্র সংগ্রহ কেন্দ্রে আপনার ই-বর্জ্য নিষ্পত্তি করে সাহায্য করতে পারেন যাতে আপনার চারপাশকে দূষিত না করেই এটি পুনর্ব্যবহার করা যায়।

ববিতা রাজপুত

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হওয়ার পর এটি ছিল স্কুলের প্রথম দিন।



মধ্যপ্রদেশের ছতারপুর জেলার অগ্রোথা গ্রামে-



19 বছরের ববিতা রাজপুত খুব চিন্তিত ছিল।



একদিন গ্রামের সব মহিলারা এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে জড়ো হলেন।

আমাদের হুদ পুনরায় ভরাট করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমরা পাশের খালের জল ব্যবহার করব না কেন?

খালটা পাহাড়ের ওপারে, ববিতা। ওটা এখানে আনতে আমাদের খনন করতে হবে।



এটা সত্যিই একটি কঠিন কাজ। কিন্তু প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটাচাঁটা করার চেয়ে কি এটা ভাল নয়?

পাহাড়টি সরকারের। রাস্তা খনন করতে রাজি হলেও বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া আমরা তা করতে পারি না।



ববিতার নেতৃত্বে মহিলারা একটি পরিখা নির্মাণের প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যাতে খাল থেকে জল হুদে পৌঁছাতে পারে।



যদিও, কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা মহিলাদের কল্পনার চেয়েও কঠিন ছিল।

সৌভাগ্যক্রমে, একটি এনজিও পরমার্থ সমাজ সেবী সংস্থার সদস্যরা সেই সময় গ্রামে গিয়েছিলেন।

ম্যাডাম, মহিলারা পাহাড় খননের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু গ্রামের প্রবীণ ও বন কর্মকর্তারা সমস্যা সৃষ্টি করছেন।

আপনারা মহিলারা মহান ইচ্ছাশক্তি দেখিয়েছেন। আমরা আপনাদের কাগজপত্র সাজাতে এবং অনুমতি পেতে সাহায্য করব।



এনজিওর সহায়তায় মহিলারা শীঘ্রই
পরিখা খনন শুরু করে।



ববিতা বলছিল
যে ১০৭ মিটার লম্বা
খাদটি পাহাড় ভেদ
করে যাবে!

এই জল
সহেলিরাই*
আমাদের গ্রামকে
বাঁচাবে!

২০০ জনেরও বেশি জল সহেলি ১৮
মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।



অবশেষে, খাদটি তৈরি হয়েছিল, উঁচু
পাহাড় কেটে গ্রামে জল আনা হয়েছিল।



এই হ্রদটি বছরের
পর বছর ধরে শুকিয়ে
ছিল আরএখন দেখো!
বোরোয়েলেও জল
আছে।

এটা সত্যিই একটি
অসাধারণ কীর্তি।

প্রধানমন্ত্রী মোদি ববিতার প্রচেষ্টার প্রশংসা করার পরে, জল
সংরক্ষণের দিকে কাজ করার জন্য তার সংকল্প জোরদার হয়েছে।



তিনি বর্তমানে অন্য উৎস থেকেও
গ্রামে জল আনার কাজ করছেন।

*ফ্রেন্ডস অফ ওয়াটার, প্রকল্পে কাজ করা গ্রামীণ
মহিলাদের গ্রুপের নাম

শর্মিলা ওসওয়াল

মধ্যান্তরের সময় শিক্ষার্থীরা নিজেদের জলখাবার খাচ্ছিল।

এটা কি?

এই রাগি মুদে*। এটি আমার নিজ রাজ্য কণ্ঠটকের একটি জনপ্রিয় খাবার।

আরে, আমি আমার শহর থেকে বাজরার রোটি^ নিয়ে এসেছি, এটিও একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার।

মনে হচ্ছে আজ ঐতিহ্যবাহী খাদ্য দিবস, হা হা!

নাযার স্যারকে এই বিষয়ে বলব। ঐতিহ্যবাহী খাবার সম্পর্কে তার কোনো মজার গল্প থাকতে পারে।

এবং সেটাই ঘটলো।

বেশিরভাগ ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী খাবারে মিলেট যেমন রাগি, জোয়ার** এবং বাজরা ব্যবহার করা হয় কারণ এগুলি স্বাস্থ্যকর খাবার। আজ, আমি তোমাদের শর্মিলা ওসওয়াল নামে একজন মহিলার সম্পর্কে একটি গল্প বলব যিনি আমাদের দেশে বাজরা চাষকে ব্যাপকভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, এইভাবে কৃষক এবং আমাদের উপকার করেছেন।

শর্মিলা ওসওয়ালের জন্ম পয়নাদে। 21 বছর বয়সে তার বিয়ের পর থেকে ভারতের একজন বাজরা নারী হয়ে ওঠার যাত্রা শুরু হয়। 1995 সালে বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে -

ফসলের বিপর্যয় ও খরার কারণে কৃষকের আত্মহত্যা বাড়ছে।

কৃষকদের জন্য এই খবর সত্যিই মর্মান্তিক। যদি কেউ তাদের সাহায্য করতে পারতো।

তুমি কি মনে করো না যে কৃষকদের প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করতে সাহায্য করা হলে এটি তাদের সহায়ক হবে?

সেই রাতে-

কৃষকদের সাহায্য করার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে। তাদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে। আমি নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারী পরিচালিত যোজনাগুলি সম্পর্কেও অবগত নন যা তাদের উপকার করে।

শর্মিলার বাবা চেয়েছিলেন তিনি সংসার চালানোর পাশাপাশি অন্য কিছু শিখুন। তার কথা রইল।

* বাজরার তৈরি গোল বলের মত খাবার

^ মুক্তা বাজরার রুটি

**জোয়ার

^^ মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন অঞ্চলের একটি গ্রাম।

শর্মিলাকে যুক্তরাজ্যে পরিবেশ আইন অধ্যয়নের জন্য একটি বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল এবং শীঘ্রই তিনি তার ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলেন।



শর্মিলা, তুমি ফিরে এসেছ?
আমরা ভেবেছিলাম তুমি সেখানে থেকে যাবে।

আমি একটা প্ল্যান নিয়ে ফিরে এসেছি, কাকি*! এই সপ্তাহান্তে কৃষকদের একত্রিত করুন, এবং আমি যা শিখে এসেছি তা সব তাদের জানাবো।

বৈঠকের জন্য শর্মিলা কৃষকদের একটি বৈচিত্র্যময় দলকে একত্রিত করেছিল, সেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই উপস্থিত ছিল।



বিদেশ থেকে অনেক আইডিয়া নিয়ে এসেছি। আমাদের সরকার আমাদের জন্য যে পরিকল্পনা শুরু করেছে তাও আমাদের বুঝতে হবে।

আমরা কি ভুল চাষ করছি?

মোটাই না, কিন্তু চাষের কৌশল উন্নত করতে এবং আরও উৎপাদন বাড়াতে আমাদের স্মার্ট ধারণা দরকার।



আমি ভেবেছিলাম জলের অভাবে আমাদের সমস্যা হচ্ছে।

আমরা আমাদের এলাকার উপযোগী ফসল ফলাতে পারি। যেমন- মিলেট-এতে কম জল লাগে।



আমরা অল্প পরিমাণে বাজরা বপন করেছি। তবে চাল ও গম বেশি ভালো বিক্রি হয়।

আপনারা একটু ভাবুন। বাজরা রক্ষণাবেক্ষণে তেমন খরচ হয় না। তারা তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তন সহ্য করতে পারে। আমাদের আয় বাড়বে।

সময়ের সাথে সাথে, শর্মিলার প্রচেষ্টা ফল দেয়, কৃষিকাজ এবং কৃষকদের জীবন উন্নত হয়।

2010 সালে, শর্মিলা 'গ্রিন এনার্জি ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন।



আমাদের ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া মিলেট মিশন চালু করবে যা কৃষকদের জন্য কর্মশালা পরিচালনা করবে। আমরা আরও বেশি মহিলাদের কৃষিকাজে উৎসাহিত করব।

Green Energy Foundation

* কাকীমা, বয়স্ক মহিলাকে সম্মানজনক সম্বোধন।

পরবর্তী বছরগুলিতে, শর্মিলার প্রতিশ্রুতি মতো ভারতীয় মিলেট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার জন্য বাজরা বিজ্ঞানী, কৃষক এবং উৎসাহীদের একত্রিত করে।



শর্মিলা অনেক কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বাজরা সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য আমন্ত্রণ পেতে থাকেন।



যখন কোভিড-19 মহামারী আঘাত হানে, শর্মিলা মানুষকে বাজরা খেতে রাজি করতে আরও কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে-

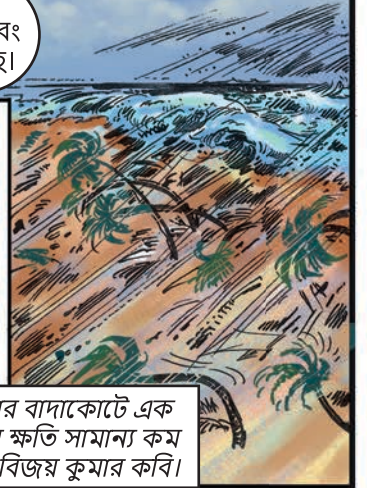


বিজয় কুমার কবি



এপ্রিল ২০১৯ সালে, অত্যন্ত প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফণী ওড়িশায় সর্বনাশ করেছিল।

আনুমানিক ক্ষতি
২৪,১৭৬ কোটি টাকা এবং
৭২ জন প্রাণ হারিয়েছে।



যাইহোক, উত্তর ওড়িশার বাদাকোটে এক ব্যক্তির প্রচেষ্টার কারণে ক্ষতি সামান্য কম হয়েছিল, তিনি হলেন- বিজয় কুমার কবি।

কুড়ি বছর আগে, ১৯৯৯ সালে, বাদাকোটের বাসিন্দা বিজয় সুপার সাইক্লোন^{*} পারাদীপের সময় তার বাড়ি হারিয়েছিলেন।



বিজয় শীঘ্রই ধ্বংসের পরিমাণ বুঝতে এবং সমাধান খুঁজতে অন্যান্য গ্রামে যেতে শুরু করেন।

২০০৬ সালে, তিনি একটি প্রস্তাবিত সমাধান নিয়ে বাদাকোটের প্রবীণদের কাছে যান।



* উপকূলীয় অঞ্চলে নোনা জলে জন্মানো গুল্ম এবং গাছ সমূহ

^{*} একটি বিশাল ঘূর্ণিঝড় যার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০ কিমি



“ম্যানগ্রোভ রোপণের আগে, গ্রামবাসীরা জানতে শুরু করে যে এলাকায় আগে কোন ম্যানগ্রোভ প্রজাতি জন্মেছিল।

এরপরে, বন বিভাগ এবং পার্শ্ববর্তী ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান থেকে চারা সংগ্রহ করা হয়েছিল...

অবশেষে, প্রজাতিটি কতটা ভালভাবে টিকে থাকতে পারে তা পরীক্ষা করার জন্য ছোট ছোট জমিতে ডেমো নাসারি তৈরি করা হয়েছিল।



...এবং জার্মান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (GIZ)[^] এর সহায়তায় সেই চারা সারিতে রোপণ করা হয়েছিল।



“বিজয় গ্রামবাসীদের জন্য ম্যানগ্রোভ এবং তাদের ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ শিবিরেরও আয়োজন করেছিল।



*একটি খালি, অব্যবহৃত জমি যেখানে গাছপালা নেই

[^]একটি সংস্থা যা ভারতে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে

গ্রামবাসীরা একসাথে জোয়ারের চ্যানেল* তৈরি করতে কাজ করেছিল, যাতে মিষ্টি জল এবং সমুদ্রের জলের মিশ্রণ থাকে।

মনে রাখবেন, ম্যানগ্রোভ শুধুমাত্র নোনা জলে বাঁচতে পারে না - তাদের মিষ্টি জলেরও প্রয়োজন হয়।



2006 সাল থেকে, বাদাকোটের বাসিন্দারা বিজয়ের বিশেষজ্ঞ নির্দেশনায় সফলভাবে 25 একর ম্যানগ্রোভ বনের চাষ করেছেন।

প্রকৃতি আমাদের প্রচুর পরিমাণে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আমাদের যা করতে হয়েছিল তা হল- প্রকৃতির সত্যিকারের যত্ন নেওয়ার জন্য সময় এবং প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করা!

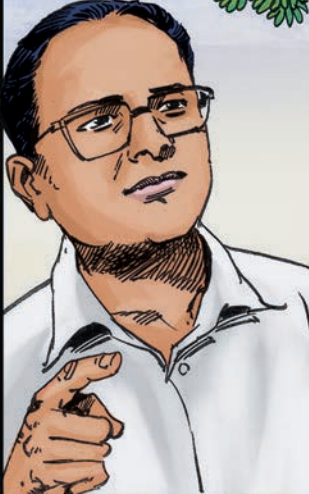


সম্প্রদায়ের তৈরি বনটিতে ক্রুগুয়েরা, সোনেরাটিয়া এবং ক্যান্ডেলিয়া সহ 27 প্রজাতির ম্যানগ্রোভ রয়েছে।

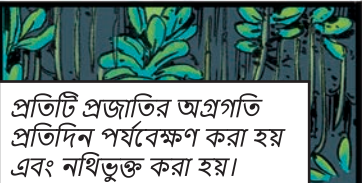
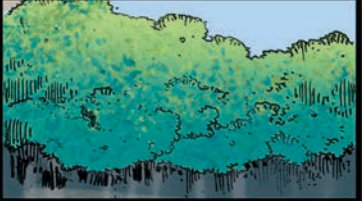


বিজয় ম্যানগ্রোভ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আরও বিভিন্ন প্রজাতি যোগ করছেন।

আমরা এমন একটি মডেল তৈরি করতে চাই যা শিক্ষার্থীদের এবং গবেষকদের বুঝতে সাহায্য করবে যে, কিভাবে উপকূলীয় ঝুঁকি কমানো যায়।



বাদাকোটের বাসিন্দারা বিজয়ের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য তাদের নিরাপত্তার জন্য তাঁর কাছে ঋণী।



প্রতিটি প্রজাতির অগ্রগতি প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং নথিভুক্ত করা হয়।

ম্যানগ্রোভগুলি পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং গ্রামটিকে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করে।

* বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি বহমান ছোট জলের স্রোত

শিলু নায়ক

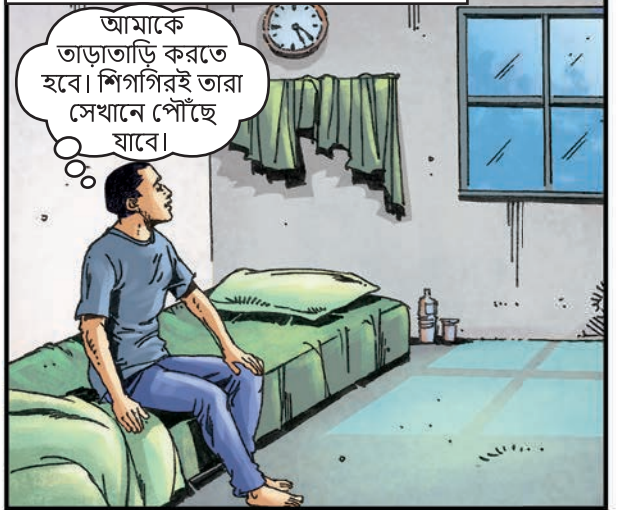
ছাত্রদের একটি খালি পিরিয়ড ছিল এবং তাদের কেউ কেউ তখন আকর্ষণীয় আলোচনা শুরু করে।



ঠিক তখনই -



আরাখাকুদা গ্রামে* প্রতিদিন সকালে একজন মানুষ সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠে।



তিনি ট্রেনিং গ্রাউন্ডে পৌঁছান এবং তার ছাত্রদের লাইনে দাঁড়ানোর জন্য অপেক্ষা করেন। এরা হল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী যুবক।



সূর্য ওঠার সাথে সাথে লোকটি তাদের দুই ঘন্টা শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমে গাইড করে।

সন্ধ্যাবেলা, তিনি তাদের সাক্ষাৎকার এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য আরও এক ঘন্টার প্রশিক্ষণ দেন।

এটা খুব কঠিন! আমি ছেড়ে দিতে চাই।

আমাকে কুড়ি দিন সময় দাও। তারপরে যদি তুমি ছাড়তে চাও তবে আমি আনন্দের সাথে সেটি মেনে নেব।

বেশিরভাগই তখন প্রশিক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত যে এও থাকবে।

তোমার গ্রেড অন্যান্য বিষয়ে ভাল, কিন্তু অঙ্কে না। এর উপর নজর দেওয়া যাক।

এই মানুষটিই শিলু নায়ক।

তাকে বৌরকেলায় পোস্ট করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণের সময়, তিনি কিছু অসুবিধাজনক প্যাটার্ন লক্ষ্য করেছিলেন।

আগামীকাল দেখা হবে।

হ্যাঁ, নায়ক স্যার।

ভালো প্রার্থীরা অব্দি শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে। হয়তো এখানে থাকা আমার উদ্দেশ্য নয়, তাদের সাহায্য করাই আমার উদ্দেশ্য।

শিলু একবার নিজে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং OISF*-এ একটি পদে যোগদান করেছিলেন।

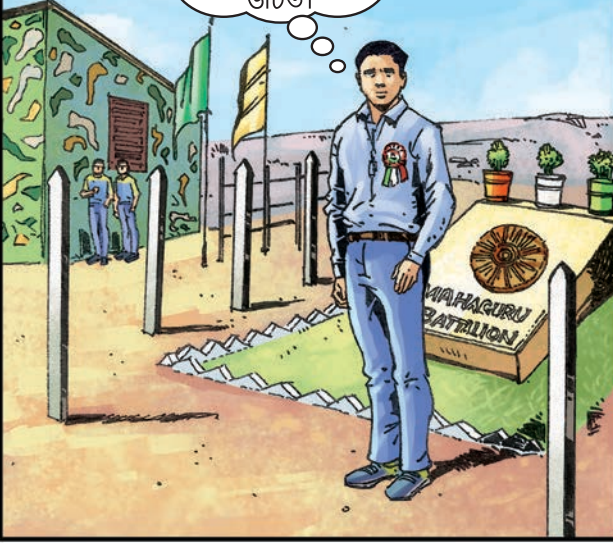
শিলু মাঝপথে ট্রেনিং ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসেন।

*ওড়িশা শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী

ওড়িশার একটি শহর

2016 সালে, তিনি সেনাবাহিনীর প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য মহাশুরু ব্যাটালিয়ন নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন।

এই কেন্দ্রটি হবে বিনামূল্যে। দরিদ্র পরিবারের তরুণদেরও নিজের দেশকে গর্বিত করার সুযোগ পাওয়া উচিত।



আজও, তার প্রশিক্ষণ সেশনের মাঝে, শিলু গরু পালন করে দিন কাটান...



...এবং নিজের ব্যক্তিগত খরচ চালানোর জন্য ড্রাইভার হিসাবে কাজ করেন।

এখনও পর্যন্ত, তিনি 300 জনেরও বেশি আবেদনকারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭০ জন নিরাপত্তা বাহিনীর* বিভিন্ন শাখায় স্থান পেয়েছে।

নায়ক স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ, আমি নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছি!

এই যুবকদের সাহায্য করে আমার মন শান্তিতে ভরে ওঠে।

দারুণ খবর, বিকাশ।



আমি যদি সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতাম, তবে এটি কেবল একজন ব্যক্তির সাফল্যের গল্প হত। কিন্তু এইভাবে, আমি তাদের সাহায্য করার মাধ্যমে অন্য অনেক লোককে তাদের সাফল্যের গল্প লিখতে সাহায্য করতে পারছি।



*সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও এর মধ্যে আধাসামরিক বাহিনী, সীমান্ত নিরাপত্তা ইত্যাদি রয়েছে।

সেন্ট টেরেসা কলেজ

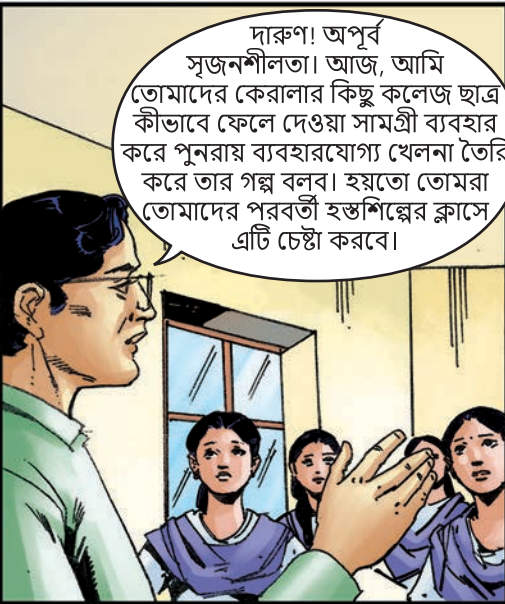
স্কুলে হস্তশিল্পের ক্লাস চলছিল।



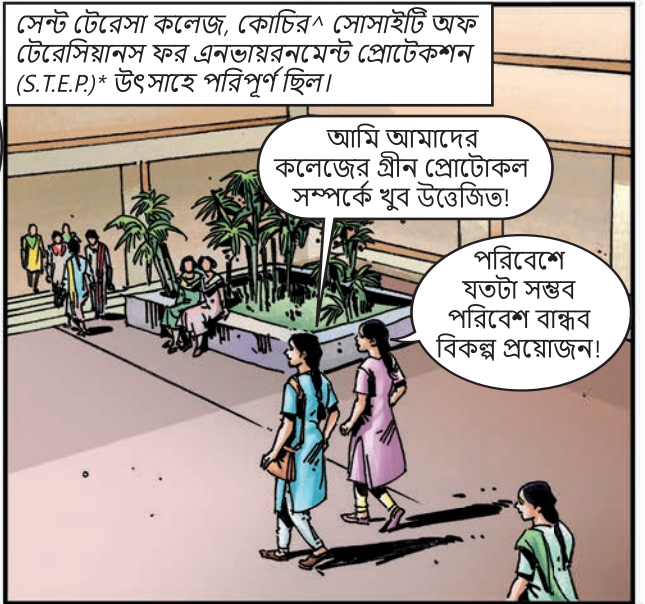
এই ফুলটি দেখো, এটা আমি পেন্সার খোসা থেকে তৈরি করেছি। সুন্দর, তাই না?

আর আমি আইসক্রিমের কাঠি ব্যবহার করে এই কলম স্ট্যান্ড বানিয়েছি।

দারুণ! অপূর্ব সৃজনশীলতা! আজ, আমি তোমাদের কেরালার কিছু কলেজ ছাত্র কীভাবে ফেলে দেওয়া সামগ্রী ব্যবহার করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য খেলনা তৈরি করে তার গল্প বলব। হয়তো তোমরা তোমাদের পরবর্তী হস্তশিল্পের ক্লাসে এটি চেষ্টা করবে।



সেন্ট টেরেসা কলেজ, কোচির^১ সোসাইটি অফ টেরেসিয়ানস ফর এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন (S.T.E.P.)^{*} উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল।

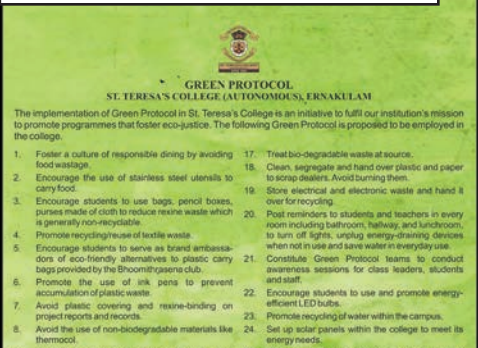


আমি আমাদের কলেজের গ্রীন প্রোটোকল সম্পর্কে খুব উত্তেজিত!

পরিবেশে যতটা সম্ভব পরিবেশ বান্ধব বিকল্প প্রয়োজন!

গ্রীন প্রোটোকল ছিল একটি সবুজ উদ্যোগ যার লক্ষ্য ছিল কলেজে এবং বহির্বিশ্বকে আরও পরিবেশবান্ধব করে তোলা।

এর জন্য S.T.E.P. শৈল্পিক ও কার্যকরী কাপড়ের ব্যাগ তৈরি করা এবং কলেজে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের ব্যবহার প্রচার করা শুরু করে।



এমনই একটি প্রস্তাবিত সমাধান ছিল প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা।



^{*}একটি সামাজিক উদ্যোক্তা ক্লাব

^১কেরালার একটি শহর

প্রফেসর ডঃ নির্মালা পদ্মনাভন এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এক দিন -



ডঃ পদ্মনাভন অন্য একজন ফ্যাকান্টি সদস্য, সুপ্রিয়া নায়ারের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নেন।



এবার, ছাত্রেরা কাপড়, কাঠ এবং বাস্তবের মতো ফেলে দেওয়া উপকরণ নিয়ে কাজ শুরু করে...



...এবং প্রজেক্ট কালিচেন্স[^]-এর ফলাফল, যেমনটি বলা হয়েছিল, তেমনই বিস্ময়কর ছিল।



এই খেলনাগুলি তারপরে অঙ্গনওয়াড়ি* শিশুদের জন্য দান করা হয়েছিল।

কী সুন্দর! কত রঙিন খেলনা!

এত খেলনা আগে দেখিনি।



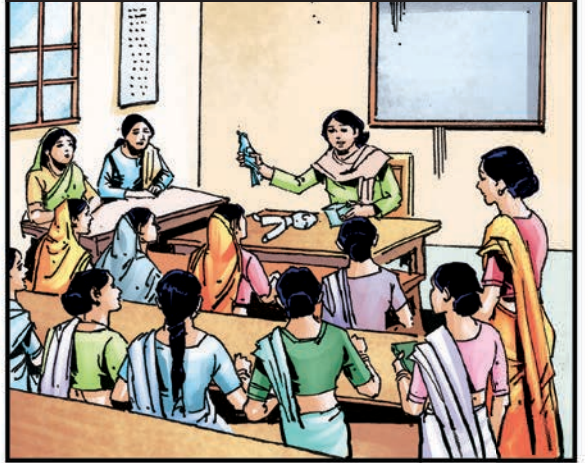
কলেজটি তারপর কোচি কর্পোরেশন এবং কুদুষশ্রী^৮-র সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকল্পটিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যায়।

এই অংশীদারিত্ব কুদুষশ্রী ইউনিটগুলিতে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও দেবে।

এটা তো দারুণ ব্যপার!



অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষকদের অবশিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করে খেলনা তৈরি করতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সেন্ট টেরেসা ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস** (ICDS) এর সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।



প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন কি বাত-এ কালিচেন্দ্র প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল ...



...এবং তাঁরা এটা প্রমাণ করেছেন যে কখনও কখনও, জীবনকে শক্তিশালী করতে এবং সুখ ছড়িয়ে দিতে সামান্য সৃজনশীলতাই লাগে।

* একটি গ্রামীণ শিশু যত্ন কেন্দ্র

^ দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি কর্মসূচি

**ছয় বছরের কম বয়সী শিশু এবং তাদের মায়েদের জন্য একটি কল্যাণমূলক কর্মসূচি

কমলা মোহরানা

স্কুলে মধ্যাহ্নের সময় পূজো বাদে
সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা খেলায় ব্যস্ত ছিল।



তুমি নুড়ি
কুড়াচ্ছ কেন,
পূজা?

আমি ভেবেছিলাম
এগুলোকে একসাথে
আঠা দিয়ে জুড়ে একটা
আকর্ষণীয় ভাস্কর্য তৈরি
করব।

এটি একটি সুন্দর
চিত্তা। আজ, ক্লাসে, আমি
তোমাদের ওড়িশার কমলা
মোহরানা নামে আরেকজন
সৃজনশীল ব্যক্তির গল্প বলব,
যিনি বর্জ্য কাগজ এবং
প্লাস্টিককে দুর্দান্ত শিল্পের
রূপ দিয়েছিলেন।



কমলা মোহরানার একটা আজব শখ ছিল...

এসব জোগাড়
করছ কেন, মা?

চিত্তা
কোরো না, আমি
এগুলি ভাল
কাজেই ব্যবহার
করব।



...অন্তত, বেশিরভাগ লোকই
এটিকে একটি আজব কাজ
বলে মনে করত।

কমলা, তুমি
বর্জ্য কাগজ আর
প্লাস্টিক সংগ্রহ করো
কেন?

এগুলি
তৈরি
করতে।



ঝুড়িটা ভীষণ সুন্দর।
আমি বিশ্বাস করতে পারছি
না যে তুমি এটা বর্জ্য থেকে
তৈরি করেছ। আমিও যদি
এমন জিনিস বানাতে
পারতাম!



প্রতিবেশীর কথা কমলার মনেই গঁথে গেল। পরের দিন -

তুমি যদি আগ্রহী হও, তাহলে আমি তোমাকে এবং অন্যদের শেখাতে পারি কিভাবে ফেলে দেওয়া সামগ্রী থেকে ঝুড়ি এবং অন্যান্য দরকারী জিনিস তৈরি করতে হয়। এটিও আয়ের উৎস হয়ে উঠতে পারে।

চমৎকার ব্যাপার। আমি শিখতে চাই।

শীঘ্রই, একদল মহিলা এই দক্ষতাগুলি শিখতে কমলার কাছে এলো।

প্রথমত, আমরা সমস্ত ধরণের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক এবং কাগজপত্র যেমন মোড়ক, দুধের প্যাকেট এবং প্লাস্টিকের কভার সংগ্রহ করি এবং আলাদা করি।

"এরপর, আমরা এগুলিকে ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলি..."

"...তারপর, এগুলিকে পাতলা সরু সরু ফালি করে কেটে ফেলি..."

"...এবং অবশেষে, আমরা একটি সুন্দর ঝুড়ি তৈরি করার জন্য এগুলিকে একসাথে বুনি।"

ঝুড়ির পাশাপাশি, মহিলারা শীঘ্রই বর্জ্য পদার্থ থেকে পেন স্ট্যান্ড, মোবাইল ফোন স্ট্যান্ড, ফুলের পাত্র, হাত পাখা এবং দেয়ালে ঝোলানোর জিনিস বানাতে শুরু করে।

একদিন-

আগামী মাসে এখানে একটি মেলা* আসছে। এসো, সেখানে আমরা আমাদের পণ্য বিক্রি করার চেষ্টা করি।

মেলায় কমলা ও তার দল ভালো লাভ করল।

শীঘ্রই, তারা তাদের গ্রাম এবং আশেপাশের গ্রামের লোকদের কাছে নিয়মিতভাবে তাদের পণ্য বিক্রি করতে শুরু করে।



স্থানীয় প্রশাসন এই গ্রুপের কথা শুনে-



প্রশাসনের সহায়তায়, মা থানপতি ওডিশা জুড়ে শিল্প মেলায় তাদের পণ্য বিক্রি করতে লাগলো।



মা থানপতি বর্তমানে 28 থেকে 63 বছর বয়সী গ্রামের 40 জন মহিলাকে জীবিকা নির্বাহ করতে সাহায্য করে।







মন কি বাত

অধ্যায়-6

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রেডিও প্রোগ্রামের উপর ভিত্তি করে মন কি বাত-এর ষষ্ঠ অধ্যায়, সারা দেশ থেকে আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য সব গল্প নিয়ে এসেছে।

কল্পনা, উত্তরাখণ্ডের একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রী, অবশেষে তাকে সাহায্য করার জন্য একটি স্কুল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হল – সমস্ত পাঠ সেখানে কন্নড় ভাষায় পড়ানো হত। কল্পনা মাত্র তিন মাসে নতুন ভাষা শিখে নেয় শুধু নয়, তাতে 92 নম্বরও পায়!

টংক্রম বিজিয়াশান্তি, মণিপুরের একজন উদ্যোগী মহিলা, পদ্ম ফুলের প্রতি তার ভালবাসাকে একটি সমৃদ্ধ ব্যবসায় পরিণত করেছেন। তিনি তাদের ডালপালা থেকে তন্তু সংগ্রহ করেন এবং সেগুলিকে পদ্মের রেশম সৃষ্টিতে কাজে লাগান এবং সেগুলির বুনন যেমন সুন্দর তেমনই টেকসই।

ইসমাইলভাই শেরু গুজরাটের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাকে সবাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার পরামর্শ দেয়। তবে কৃষির প্রতি তার অনুরাগ অব্যাহত থাকে এবং আজ, তিনি একজন কৃষক যার উচ্চ মানের ফসল এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতি তার সমবয়সীদের অনুপ্রাণিত করেছে।

দশটি গল্পের এই সংকলনটি প্রমাণ করে যে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, সাফল্য সবসময় পাওয়া সম্ভব।



₹99

www.amarchitrakatha.com

ISBN 978-81-966921-3-1

